দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটি ঃ ছাত্রছাত্রী বাড়ছে সেই সঙ্গে পরিবহন সমস্যাও

কবিতা ঃ প্রচণ্ড ভীড়, দাঁড়াবার একটুও জায়গা নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দরজার রড ধরে ঝুলে থাকতে হয় ছাত্র–ছাত্রীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোতে প্রতিদিনের চিত্র এটা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য ১৯৮১ সাল থেকে চালু করা হয়েছে ২২টি বাস। এরমধ্যে ৬টি বাস দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। কবে যে সেগুলো সচল হয়ে রাস্তায় নামতে পারবে সেটা আল্লা মালুম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব রুটে বাস যাতায়াত করে সেগুলো হচ্ছে মীরপুর (চৈতালী), কচুক্ষেত (বৈশাখী), মোহাম্মদপুর (তরঙ্গ), নারায়ণগঞ্জ (আনন্দ), পোস্তগোলা (উল্লাস), আদমজী (মৈত্রী), কমলাপুর (কিঞ্চিৎ), রামপুরা (শ্রাবণ), উত্তরা (ক্ষণিকা) এবং গাজীপুর (ক্ষনিকা)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র–ছাত্রী রয়েছে। এরমধ্যে হলে থাকেন ১০ হাজার বাকী ১৮ হাজার থাকেন রাজধানী ও উপকণ্ঠে। এই ১৮ হাজারের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী রিকশা–গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহনে চলাচল করে থাকেন। ছাত্র–ছাত্রী অনুপাতে বাসের সংখ্যা অনেক কম।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান "প্রতিটি বাসের আসন সংখ্যা ৫২টি। কিন্তু এতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ছাত্র–ছাত্রীকে রোজ যাতায়াত করতে হয়।" একটি সূত্র বলেন, ছাত্র–ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য কমপক্ষে আরো ছয়টি বাস প্রয়োজন। ছাত্র–ছাত্রী বাড়ছে, সেশন জট বাড়ছে, কিন্তু বাসের সংখ্যা বাড়েনি।

কোন বাস কতবার ট্রিপ দেবে সেটা নির্ভর করে দূরত্বের উপর। বেশীদূরত্ব হলে বাস কম ট্রিপ দেয়। তবে ইদানিং মীরপুরে ছাত্র–ছাত্রী বেশী হওয়ায় সবচেয়ে বেশী ট্রিপ দেয়া হচ্ছে ওই রুটটিতে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিষয়ে মাস্টার্স শেষবর্ষের ছাত্র সুরুজ জামান উত্তরা রুটের যাত্রী। তিনি জানান, উত্তরা গাজীপুর রুটের ক্ষণিকা বাস দুটি গাজীপুর থেকেই ভরে আসে। তাই অনেক সময় ছাত্র–ছাত্রীর ভীড়ের চাপে বাসে উঠতে পারেন না। সমস্যায় পড়তে হয় মেয়েদের। তাই প্রায়ই তাদের টেম্পো ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয় আসতে হয়। এজন্য বাড়তি পয়সাও খরচ হয়। অনেক সময় ছাত্র–ছাত্রীরা ঠিকসময় ক্লাসে আসতে পারেন না। এমনকি বাসের কারণে অনেকসময় অনেক ইনকোর্স পরীক্ষাও দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

জনাব সুরুজ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেমন নৃতত্ত্ব, কম্পিউটার। ফলে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে সাথে সাথে যাতায়াত সমস্যার তীব্রতা বাড়ছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোও কখনো ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস মাইক্রোবাস এবং অন্যান্য মিলে মোট গাড়ির সংখ্যা মাত্র ৫৪। কিন্তু কোন ওয়ার্কশপ নেই। একজন ফোরম্যান ও দু'তিনজন মেকানিক রয়েছে মাত্র। তাই বাস ও অন্যান্য গাড়ি মেরামত করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং অনেকসময় সম্ভবও হয় না। অন্যদিকে প্রতিটি বাস গড়ে প্রতিদিন ৩০০ কিলোমিটারের মত চলে। এগুলো ফেরার পর ঠিকভাবে চেকআপের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তাও সবসময় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যায়। এছাড়া কোন শেড নেই বলে মেকানিকদের বৃষ্টির দিনে কাজ করতে খুব অসুবিধা হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিবহন পরিষদের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ শরীফ বলেন, প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি করে বাস কেনার কথা কিন্তু তা কার্যকরী হচ্ছে না। ছাত্র সংগঠনগুলো সবসময়ই পরিবহণের বিষয়টি উপেক্ষা করে আসছে। এই বিষয়ে তারা কখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাসের আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ কেনার পার্চেজ কমিটি রয়েছে। এক হাজার টাকার উপরে যন্ত্রপাতি কিনলে সেটি কমিটির মাধ্যমে কেনা হয়ে থাকে।

জনাব শরীফ বলেন, শিক্ষকরা তাদের মাইক্রোবাস নিয়ে তৃপ্ত, তারাও ছাত্রদের সমস্যার কথা চিন্তা করেন না।

১৯৮৭ সালে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর আবদুল মান্নান। তখন প্রোভিসি ছিলেন বর্তমান ভিসি এমাজউদ্দিন আহমেদ। তখন কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিবহন পরিষদের সঙ্গে তারা ভাড়া আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে মানথলি কার্ডের পাশাপাশি টিকিট সিস্টেমও চালুর সিদ্ধান্ত হয়। কথা ছিল, টিকিট থেকে পাওয়া টাকায় নতুন বাস কেনা হবে। কিন্তু এখন ওই টাকা অন্যখাতে চলে যাচ্ছে।

তিনি জানান, "আমরা সবধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের সময় ডাকা হয় না। গতবছর মার্চ মাসে আমরা প্রধামন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করি। এরপর প্রধানমন্ত্রী আমাদের দুটো বাস দিয়েছেন। ঘেরাও করলাম আমরা অথচ বাস দেয়ার দিন কিন্তু আমাদের ডাকা হয়নি।

ড্রাইভার, কন্ডাক্টর এবং টেকনিশিয়ানদের কোন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। শীতের দিনে ভোর পাঁচটার সময় এসে বাস চেক করে বের করা তাদের জন্য খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। তারা জানান, অথচ তাদের জন্য ২০টা ঘর তৈরির কথা ছিল। যা ইতিমধ্যে অন্যদের নামে বরাদ্দ হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন সমস্যা ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জটিল আকার ধারণ করছে— তাই এই সমস্যায় দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।